২| ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও সূত্রগুলির উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর?

→ ধ্বনিপরিবর্তন দুরকমের —

স্বরধ্বনিঘটিত পরিবর্তন

i) স্বরভক্তি / বিপ্রকর্ষ → উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা ছন্দের প্রয়োজনে শব্দের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনি নিয়ে আসার প্রবণতাকে বলে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

যেমন → স্বপ্ন (স্ + ব্ + অ + প্ + ন্ + অ) > স্বপন (স্ + ব্ + অ + প্ + অ + ন্), 'প্ন' কে ভেঙে মাঝে 'অ' আনা হয়েছে, রত্ন > রতন, ভক্তি > ভকতি।

ii) স্বরসংগতি :→ শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত স্বরধ্বনিগুলো পরস্পর সংগতিলাভের উদ্দেশ্যে যদি একটির প্রভাবে অন্যটি পরিবর্তিত হয়, সেই পরিবর্তনকে বলে স্বরসংগতি, এটি তিনপ্রকার

▲ প্রগত স্বরসংগতি → পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে, যেমন → মিথ্যা > মিথ্যে,

▲ পরাগত স্বরসংগতি → পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে, যেমন → দেশি > দিশি,

▲ অন্যোন্য স্বরসংগতি → পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় স্বরই যদি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় যেমন — যোগী > যুগি

iii) অভিশ্রুতি :→ অপিনিহিতির দ্বারা শব্দের অন্তর্গত বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাকে অভিশ্রুতি বলে, অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরের রূপ,

যেমন → করিয়া > কইর্যা > করে

অপিনিহিতি অভিশ্রুতি

## ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তন

i) **সমীভবন বা ব্যঞ্জনসংগতি :→** একই শব্দের মধ্যে যুক্তভাবে বা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অসম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি অপরটির প্রভাবে সংগতি বা সাম্য লাভ করলে, তাকে সমীভবন বলে। প্রকার — ৩ প্রকার

- ▲ **প্রগত সমীভবন** — পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হলে, যেমন — চন্দন > চন্নন।
- ▲ **পরাগত সমীভবন** — পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হলে, যেমন — তর্ক > তক্ক।
- ▲ **অন্যোন্য সমীভবন** — পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়েই উভয়ের প্রভাবে পরিবর্তিত হলে, যেমন → উৎশ্বাস > উচ্ছ্বাস, অদ্য > অজ্জ।

ii) **নাসিক্যীভবন :→** কোনো শব্দ উচ্চারণের সময় তার অন্তর্গত কোনো নাসিক্যধ্বনি যদি অবলুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনিকে অনুনাসিক করে দেয়, সেই প্রক্রিয়াকে বলে নাসিক্যীভবন, যেমন → চন্দ্র > চাঁদ, দন্ত > দাঁত।

iii) **সমাক্ষরলোপ →** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি একই ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হলে তাকে বলে সমাক্ষরলোপ, যেমন → বড়দিদি > বড়দি।

vi) লোকনিরুক্তি → মানুষ অনেকসময় আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধ্বনিপরিবর্তন করে। 'মাকড়সা' শব্দের বৈদিক প্রাচীন ছিল — 'ঊর্ণবাভ', 'বভ্' ধাতুর অর্থ বয়ন করা, কিন্তু মানুষ মনে করতে মাকড়সার নাভি 'থেকেই' জাল তৈরি হয়, তাই 'ঊর্ণবাভ' থেকে পরিবর্তিত শব্দ হল → 'ঊর্ণনাভ'।

vii) সাদৃশ্য → অনেকসময় অন্য কোনো শব্দের ধ্বনি সাদৃশ্যে অন্যবিধমের সংযোগ ঘটে যায়। যেমন → টাকার কুমির > টাকার কুমীর।

viii) মিশ্রণ → পোর্তুগিজ শব্দ আনানস > আনারস এসেছে, ঐ ফলের রসের কথা ভেবেই বোধহয় বাঙালীরা শব্দটাকে আনারস করেছে। অর্থাৎ এক শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে ভাবসাদৃশ্যে অন্যবিধমের সংযোগের ফলেই ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে।

— এভাবে নানাকারণে লোকমুখে ধ্বনি পরিবর্তন হয়।

Short (2nd Sem)(H)

1. স্বরাগম কি? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

→ উচ্চারণকে সহজ করতে শব্দের শুরুতে, মধ্যে বা শেষে স্বরধ্বনির আগমনকে বলে স্বরাগম, যাটি ৩ প্রকার।

▲ আদিস্বরাগম → শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনির আগমন হলে যেমন → স্টিমার > ইস্টিমার, স্কুল > ইস্কুল

▲ মধ্যস্বরাগম → শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন হলে যেমন → রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম।

▲ অন্ত্যস্বরাগম → শব্দের শেষে বা অন্তে স্বরধ্বনির আগমন হলে, যেমন → বেঞ্চ > বেঞ্চি, লিফ্ট > লিফ্টি

2. স্বরলোপ কি? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

→ উচ্চারণের কোনো ত্রুটি বা সুবিধার জন্য শব্দের অন্তর্গত কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে স্বরলোপ, যাটি ৩ প্রকার

▲ আদিস্বরলোপ — শব্দের আদিতে কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে, যেমন → অলাবু > লাউ, উদ্ধার > ধার

▲ মধ্যস্বরলোপ — শব্দের মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে যেমন — গামোছা > গামছা, জানালা > জানলা

▲ অন্ত্যস্বরলোপ — শব্দের শেষে কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে, যেমন — আজি > আজ, রাতি > রাত।

3. ব্যঞ্জনলোপ কি? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

→ উচ্চারণের কোনো ত্রুটি বা সুবিধার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনধ্বনির লুপ্ত হওয়াকে বলে ব্যঞ্জনলোপ, যাটি ৩ প্রকার।

▲ আদি ব্যঞ্জনলোপ → শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে, যেমন → প্রথম > পোথম, প্রভাত > পোভাত।

▲ মধ্যব্যঞ্জনলোপ → শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে, যেমন — ফাল্গুন > ফাগুন, কার্পাস > কাপাস।

▲ অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ → শব্দের শেষের ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে, যেমন → গাত্র > গা, আম্র > আম।

2nd Sem (Hons)

## ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি

১। ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ উদাহরণসহ আলোচনা কর?

→ ধ্বনিপরিবর্তন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, আসলে যেকোনো জীবিত ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল পরিবর্তনশীলতা, বিশেষত বাংলা ভাষা রূপান্তরশীল, নিয়ত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়েছে এই ভাষার অগ্রগতি হচ্ছে। ধ্বনিপরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দের রূপ বদল করে ভাষার নিরন্তর নবীনায়ন ঘটে চলেছে। এই ধ্বনি পরিবর্তনের কারণগুলি হল —

i) উচ্চারণের সুবিধা → মানুষ অনেক সময় ধ্বনি উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য ধ্বনি সহজ করে উচ্চারণ করে ফলে ধ্বনিপরিবর্তন হয়, যেমন → ফাল্গুন > ফাগুন
গামোছা > গামছা।

ii) ভৌগোলিক পরিবেশ → ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে। যেখানকার ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ, কঠোর সেখানকার ভাষার রুক্ষতা ও কঠোরতা বেশি। আর যেখানকার ভূপ্রকৃতি নমনীয় সেখানকার ভাষা কোমল, নদীমাতৃক সুজলা সুফলা বঙ্গপ্রকৃতির বাংলা ভাষা মধুর ভাষা।

iii) অন্য জাতির প্রভাব → পূর্ববাংলায় শ, ষ, স এর মধ্যে দন্ত্য-স-র উচ্চারণ বেশি কারণ এখানে দীর্ঘকাল মুসলমান শাসকদের দরুণ ফারসি ভাষার প্রভাব থাকায় 'স' এর প্রভাব অধিক

iv) উপভাষাজনিত কারণ → বাঙালি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির প্রচলন রয়েছে, এক্ষেত্রেও ধ্বনিপরিবর্তন হয়, যেমন → আজি > আইজ

v) সন্নিহিত ধ্বনির সক্রিয়তা → বাংলা শব্দে ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী ধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সন্নিহিত ধ্বনি পার্শ্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে। যেমন → গল্প > গপ্প, মিত্র > মিত্তির

4) অপিনিহিতি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

→ শব্দের অন্তর্গত 'ই' বা 'উ' যে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে পূর্বে উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে বলে অপিনিহিতি। যেমন → করিয়া > কইর‍্যা, বলিয়া > বইল্যা। এছাড়া শব্দে 'য' ফলা ও 'ক্ষ' থাকলেও অনেক সময় তার আগে 'ই' বা 'উ' বসে, যেমন → লক্ষ্য > লইক্ষ, সত্য > সইত্য।

---

# ধ্বনি পরিবর্তন

## ১) স্বরাগম

স্বর + আগমন

শব্দ — আদি, মধ্য, অন্ত্য

i) আদি স্বরাগম — স্কুল > ই স্কুল, স্টেশন > ই স্টিশন

ii) মধ্য স্বরাগম

মুক্তা > মুকুতা

ম্ + উ + ক্ + ত্ + আ > ম্ + উ + ক্ + উ + ত্ + আ

প্রীতি > পিরীতি

হ্রস্ব: হ্ + র্ + অ + স্ + ব্ + অ > হরষ

iii) অন্ত্য — আজ > আজি, চার > চারি

আ + জ্ + ই

## ২) স্বরলোপ

স্বরাগমের বিপরীত — অলাবু > লাবু

## ৩) সমীভবন — কাদনা > কান্না

i) প্রগত

ii) পরাগত } তোর সার মুলুক তার

পদ্ম > পদ্দ } প্রগত

দ্ + জ্ > জ্জ } পরাগত

iii) অন্যোন্য — বিদ্যা > বিজ্জা, সত্য > সচ্চ

## ৪) বিষমীভবন

সমীভবনের বিপরীত

আরেক নাম — বিসমীকরণ পরিবর্তন

শরীর > শরীল, লাল > নাল

আরবি তরোয়ার > তলোয়ার

আলনয় > আলনর

1:03 PM
...93.4KB/s
21
Paulami Sen
Gourab Das
Anamika Biswas
Connecting to audio ...

12:38 PM
...54.7KB/s
39
Paulami Sen
Röçk Rdx surojit
Pratima sarkar
vivo 1814

12:35 PM
...97.0KB/s
41
Paulami Sen
Ajahar Dalal
Anamika Biswas
Gourab Das

12:50 PM
...47.8KB/s
30
Paulami Sen
Aparna Biswas
Anamika Biswas
Röçk Rdx surojit